দামুড়হুদা জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় অত্র বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে অতিথিদের ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও আমন্ত্রণ পত্র পাঠ করেন অত্র বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র আবু নাঈম ও ৯ম শ্রেণির ছাত্রী মরিয়ম খাতুন। এরপর শিক্ষকদের মধ্যে থেকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক রায়হান উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক শামীম রেজা, জাহাঙ্গীর কবির, আব্দুল মজিদ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হক এর সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি প্রফেসর আহসান আলী, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম,ইউনিয়ন কৃষকলীগ ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শরিফ উদ্দীন,১নং ইউপি সদস্য ও বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মোখলেছুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সহকারী শিক্ষক মনিরুল ইসলাম,শামীম,আহমেদ সাদিদ রেজা, আলমগীর হোসেন,সহকারী শিক্ষিকা ফাহিমা খাতুন ও শিরীনা পারভীন,বিদ্যালয় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, মশিউর রহমান পরিচালনা কমিটির সদস্য লিটন মল্লিক, আমীন হোসেন,মনিরুল ইসলাম,মিনারুল ইসলাম,আলফাজ মল্লিক,ময়না খাতুন।

এসময় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন বলেন, শুধু ভালো শিক্ষার্থী হলেই চলবে না, সকলকে দেশপ্রেমিক হতে হবে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে আজকে আমাদের মেধাবী সন্তানদের নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো রকম নেশার সঙ্গে নিজেকে

না জড়ানোর আহ্বান জানান। সকলকে দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে নতুন প্রজন্মকে কাজে লাগাতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক একরামুল হক বলেন, তোমরা সকলে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে,একজন শিক্ষিত সৎ মানুষ হতে হবে।তোমাদের যাত্রা সফল হোক, সুন্দর হোক আগামীতে তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। কিন্তু শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না,পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকতে হবে। কারণ বিপথ থেকে সাংস্কৃতিই টেনে আনতে পারে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কতৃক আয়োজিত নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা(ইউএনও) উপস্থিত থেকে বক্তব্যে বলেন আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমরা তোমাদের

মধ্যে দিয়েই আগামী দিনের উজ্জ্বল আলো দেখতে চাই। আর সেই সাথে আরো বলি এই বিদায় সেই বিদায় নয়। বরং তোমাদের জীবনে নতুন আরেকটি অধ্যায় যেখানে রয়েছে উন্নতির নতুন দিশা।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদাউস রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস,নজির আহমেদ কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আঃ লীগ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন শাখা,মালেক মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কার্পাসডাঙ্গা বাজার, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল গণি, আঃলীগ নেতা আশরাফ আলী সহ প্রমুখ আরও উপস্থিত কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,আব্দুল হামিদ, সহকারী শিক্ষক জয়নাল আবেদীন, মাসুম রেজা, শাহিন ইকবাল, সাইদ হোসেন, করিম রেজা,শাইরুল ইসলাম,মোস্তাক আহমেদ, বশির আহৃমেদ, সহকারী শিক্ষিকা নার্গিস আরা, রাহিমা খাতুন, নার্গিস বেগম ও অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী বিন্দু।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় এক কেজি গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় এক কেজি গাঁজাসহ খোকন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিকনির্দেশনায় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে এএসআই মসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পিরপুরকুল্লা গ্রামস্থ কার্পাসডাঙ্গা হইতে কুতুবপুর গামী বয়রা মোড় নামক তিন রাস্তার মোড়ে যাত্রী ছাউনীর সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিমান চালিয়ে এক কেজি গাঁজাসহ হাতে নাতে খোকন নামে একজনকে গ্রেফতার করে।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের

আরামডাঙ্গা গ্রামের খতিব মড়লের ছেলে খোকন মিয়া। পরে স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে উদ্ধ্যারকৃত মাদকদ্রব্য গাঁজা জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করতঃ আসামী কে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন গাঁজাসহ একজনকে আটক করা হয়েছে মামলা প্রক্রিয়াধীন।আজ বুধবার আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে বিদায়, নবীন বরণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল চত্বরে ছাত্রদের বিদায় নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা। এসময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা কৃত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আগামীতে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে। আমি দেখেছি দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অনেক উন্নতি করেছে। তিনি স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন কিশোর গাং মাদক এবং অন্যান্য খারাপ কোন সঙ্গে যেন তারা না পড়ে সে ব্যাপারে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সবাইকেই তিনি সচেতন করেন।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়েশা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক ফারুক হোসেন, তুহিন উদ্দিন, আমিনুর রহমান, আসাদুজ্জামান, সোলায়মান কাদের, ক্রীড়া শিক্ষক আশরাফুল হক প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক শফিকুল

ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহকারী শিক্ষক নাজমুস সাদাত।

ছাত্রদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন ৯ম শ্রেণীর ছাত্র জুবায়ের হাসান। মানপত্র পাঠ করেন দশম শ্রেণীর ছাত্র নাফিজ আব্দুল্লাহ। বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাহফুজুর রহমান।

ফসলি জমিতে পুকুর খনন চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতেও পুকুর খননের হিড়িক পড়ায় ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রদান দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের পাশাপাশি ফলজ উৎপাদনে নির্ভরশীল।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি ও সবজি চাষ নির্ভর একটি জেলা। চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদিত খাদ্য ও সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দীর্ঘ বছর ধরে জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি, ভুট্টা, মালটা, পেয়ারা, ড্রাগন সহ বিভিন্ন ধরনের চাষ।

তবে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় মানুষের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে পুকুর খননে। ফলে পাল্লা দিয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রতিটি গ্রামেই আবাদি জমি, বসতবাড়ির পাশে পুকুর খনন চলছে। পাঙ্গাশ, মনোসেক্স, রুই, কাতলা ও সিলভারকার্প জাতীয় মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন অনেক কৃষক। ফলে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবাধে চলছে পুকুর খননের কাজ। বিশেষ করে এলাকায় যারা অনেক জমির মালিক কিংবা বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী তারাই পুকুর খননের কাজ করছেন। যত্রতত্র পুকুর খননের কারণে কোনো কোনো এলাকায় জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি

হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জমি হচ্ছে সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের চাষের জন্য উপযোগি। এ জমি নষ্ট করে এক শ্রেণীর মাটি খাদক চক্র চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে। এ কারণে এলাকার চাষ যোগ্য জমি হারাতে বসেছে।

সরজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখা গেছে, আবাদি জমির অধিকাংশ এখন মাটি খাদকদের দখলে। এ মাটি খাদকেরা চাষের জমি খনন করে পুকুর করছে। এদের মধ্যে একজন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ ইউনিয়ন ও বেগমপুর ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট নুরুল্লাপুর ব্রীজের নিকট নুরুল্লাপুর গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে মঙ্গল মিয়া আবাদি জমির মাটি খনন করে পুকুর করছে। গ্রামের কয়েকজন কৃষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পুকুর খননের চারপাশে আবাদি জমি রয়েছে। এ জমির পাশে একটি সরকারী খাল রয়েছে। এ কারণে চাষের জমির মধ্যে বর্ষা মৌসুমে আবাদি জমির পানি নিঃস্কাশনের জন্য ইতপূর্বে প্রতিবা করেও কোন প্রতিকার পায়নি। যে কারণে অনেক কৃষক তাদের আবাদি জমি পানির দরে লীজ দিয়েছে পুকুর মালিকদের নিকট। এরই মধ্যে ব্রীজের কোল ঘেঁষে আবাদি জমির মধ্যে করা হচ্ছে পুকুর খনন। এ যেন গোদের উপর বিশফোঁড়া। ফলে আবাদি জমিতে ইচ্ছেমতো পুকুর খননের কারণে সেই মাটি ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করায় সড়ক দিয়ে ট্রাক্টর যোগে মাটি বহন করা হচ্ছে। বহনকৃত মাটি ট্রাক্টর যোগে নেওয়ার সময় সড়কের উপরে ছিটকে পড়ে পিচের সড়ক মাটির কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। আর সামান্য বৃষ্টির পানি সড়কে পড়ে থাকা মাটি ভিজে তা কাঁদায় পরিণত হয়ে যানবাহন সহ কমলমতি শিশু শিক্ষার্থী সহ স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা ও পথচারীদের চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

বিশেষ করে তিতুদহের নুরুল্লাপুর গ্রাম হতে গ্রিসনগর বাজার সহ পার্শ্ববর্তী সড়ক গুলো পিচের বদলে কাঁদার সড়কে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খননের ফলে পানি বের হওয়ার পথ হারিয়ে গেছে।

এ ইউনিয়নের আবাদি জমির প্রায় সবই দুই ফসলি ও তিন ফসলি। উর্বর ও সমতল এলাকা হওয়ায় সব ধরনের ফসল আবাদ হয়। এক্সকেভেটর মেশিন দিয়ে পুকুর খননের মচ্ছব চললেও যেন দেখার কেউ নেই। এমনটি অভিযোগ স্থানীয়দের।

সদর উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও গ্রীসনগর বাজারের ব্যাবসায়ীরা অভিযোগ করে বলেন, পুকুর খনন করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। গ্রাম ও বাজারের অদূরে চাষের জমি কেটে গভীর গর্তের পুকুর খনন করা হয়েছে। এতে বর্ষাকালে আশপাশের জমি ও গাছপালা পুকুরে বিলীন হবে বলে আশংকা করছেন তারা। এ ব্যাপারে পুকুর খননের নামে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খননে মাটি খাদকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারছিনা।

এ বিষয়ে পুকুর খননকারী জমির মালিক মঙ্গল মিয়ার কাছে পুকুর খনন ও সড়কে মাটি পড়ে কাঁদায় পরিণত হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পুকুর খনন করছিলাম এখন আর করছিনা। তবে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর ট্রাক্টরে মাটি নেওয়ার সময় কিছু মাটি রাস্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যায়। সেই মাটি বৃষ্টির পানিতে কাঁদায় পরিণত হয়েছে। যার কারণে রাস্তায় কাঁদা হয়েছে। তবে আমি পুকুর কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন শুধুমাত্র পুকুরের চারপাশ বাঁধা হলেই হয়ে যাবে।

আলমডাঙ্গায় সনদ জালিয়াতি করে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি !

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক কুলছুম খাতুনের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকুরির অভিযোগ উঠেছে। তিনি পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ১৮ অক্টোবর ২০১০ সালে তিনি ৮ লাখ টাকা বিনিময়ে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ২০১৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) যাচাইয়ে ওই গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান)’র শিক্ষিকার সনদ জালিয়াতি ধরা পড়ে। তবে অভিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কতৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক পদে কুলছুম খাতুন ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর নিয়োগ লাভ করেন। একই বছরের ১৮ অক্টোবর

তিনি স্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালেই তিনি এমপিওভুক্ত হন।

কিন্তু অবশেষে এটিআরসিএর জালে আটকে যায় ভুয়া সনদধারী ওই শিক্ষিকা। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হলে এনটিআরএ যাচাই প্রতিবেদনে ওই শিক্ষিকার নিবন্ধন সদনটি জাল ও ভুয়া বলে এনটিআরসি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তার এইচএসসি ভুয়া সনদে উল্লেখ করা হয়েছে কুলছুম খাতুন পিতা কাইউম উদ্দীন খাঁন। এছাড়াও সনদে সাথিয়া ডিগ্রি কলেজ ব্যবহার করা হয়। যার রোল নম্বর ১২১৯৯৪ ও রেজিষ্টেশন নম্বর ৮৫৬৫৭৬/১৯৯৫-৯৬। উচ্চমাধ্যমিক ওয়েব-সাইটে যাচাইয়ের চেস্টা করা হলে ভুল নম্বর বলে ব্যর্থ রিপোর্ট দেয়।

এদিকে, জাল সনদে চাকরিরত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুন এমপিওভুক্তির পর দীর্ঘ ১২ বছর অবৈধপন্থায় সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভুয়া ওই শিক্ষিকা এখনো স্বপদে রয়েছেন বহাল-তবিয়তে। এছাড়াও তিনি গত ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৬ মাসের মাতৃত্ব কালীন ছুটি নেন। সে গর্ভবতী না হয়েও ভুয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করেন।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুলের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দাবি করেন, বিগত দিন কুলছুম খাতুন প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের নিকটতম আত্নীয় হবার সুবাদে নিয়োগ পায়। বিগত শিক্ষিকা কুলছুম নিজেকে সাবেক জামায়াতের আমির ও যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মতিউর রহমান নিজামীর ভাগ্নে পরিচয় দেয়। প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বিরুপ আচরণ করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। তবে এনটিআরসির লিখিত নির্দেশনা না আসায় এখনো ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নির্দেশনা হাতে পেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক জানান,

কিছুদিন পূর্বে আমি দায়িত্ব গ্রহন করেছি। ভুয়া সনদে নিয়োগের বিষয়ে জানি না। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলেই তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য জানা সম্ভব হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন সভাপতিত্বে মার্চ মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন উক্ত কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের কথা শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধান সহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা/ক্যাম্প/ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত অফিসার ফোর্সদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৪৮ জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মো:মুন্না বিশ্বাস, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, সকল অফিসার ইনচার্জগন, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (পশাসন), ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ফোর্সবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১১০ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ জানায় রবিবার ১৯ মার্চ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই রাম প্রসাদ সরকার, এ এস আই বশির আহমেদ,এ এস আই মামুনুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া মাঠপাড়া পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ আক্তারুল ইসলাম টোটন((৪০) কে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি তল্লাশি করে ১১০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

সে দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া মাঠপাড়ার শমসের আলীর ছেলে।

আজ তাকে এস আই রাম প্রসাদ সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় কুকুর বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেটকার চালক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার মহাসড়কে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মুন্না শেখ (৩০) নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৯ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহা সড়কের আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়ার মসজিদের সামনে এদূর্ঘটনা ঘটে।